ঢাকা মহানগরীর ৭৪ নম্বর ওয়ার্ড বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল নেত্রী রেহানা ইয়াসমিন ডলির ওপর ডিবি পুলিশ সদস্যদের নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

২৯ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় ঢাকা মহানগরীর ওয়ারী থানার গোয়ালঘাট লেনের বাসিন্দা সিরাজুত উল্লাহ্ ও আনোয়ারা বেগমের কন্যা রেহানা ইয়াসমিন ডলিকে (৪০) তাঁর বাড়ী থেকে মহানগর গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)র পুলিশ সদস্যরা ধরে নিয়ে যেয়ে নির্যাতন করার অভিযোগ করেছেন ডলি ও তাঁর পরিবার। ডলি হলেন, ৭৪ নং ওয়ার্ডের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- ডলি ও তাঁর পরিবারের সদস্য
- ডলির আইনজীবী এবং
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

১. ২.

ছবিঃ ১.রেহানা ইয়াসমিন ডলি ২. আদালত প্রাঙ্গনে অসুস্থ ডলিকে হাত পা ধরে পুলিশ সদস্যরা এজলাসে নিচ্ছে।

রেহানা ইয়াসমিন ডলি (৪০), নির্যাতিতা নারী

রেহানা ইয়াসমিন ডলি অধিকারকে জানান, ২৯ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় তিনি তাঁর শোবার ঘরে এশার নামাজ পড়ছিলেন। তখন ঘরের বাইরে তাঁর মায়ের সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তিদের কথা বলতে শোনেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে ৮/১০ জন লোক প্রবেশ করে তাঁদের ঘর তল্লাশী করতে থাকে। তিনি জানতে চান, তারা কারা, কেন ঘর তল্লাশী করছে? তাদের একজন নিজেদের ওয়ারী থানার পুলিশ সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং ডলিকে তাদের সাথে যেতে বলে। ডলি একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে ওয়ারী থানায় যান। তাঁকে থানায় নিয়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে অন্য একজন পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন জানিয়ে বসিয়ে রাখা হয়। এ সময় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তাঁকে মোবাইল ফোন সেটে ৩ টি নম্বর দেখিয়ে সে নম্বর গুলো চেনেন কিনা তাঁর কাছে জানতে চান। তিনি ডলির কাছে আরো জানতে চান যে, তিনি ঢাকা মহানগরীর ৭০, ৭৪ এবং ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডের

সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য নমিনেশন পেয়েছেন কিনা। কিছুক্ষণ পর মহানগর গোয়েন্দা শাখা পুলিশের সহকারী কমিশনার (এসি) হায়াতুল ইসলাম ওয়ারী থানায় আসেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। এসি হায়াতুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর কাছে যে প্যাকেটগুলো আছে তিনি সেগুলো কোথায় রেখেছেন ? কিসের প্যাকেটের কথা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ডলি তা জানতে চাইলে এসি হায়াতুল ইসলাম তাঁকে বলেন, 'তোমাকে পেটানো শুরু করলেই সব বুঝতে পারবে'। এরপর তাঁকে ওয়ারী থানা থেকে মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কার্যালয়ে নেয়া হয়। রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় তাঁকে মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার সহকারী কমিশনার মহিউদ্দিনের কক্ষে নেয়া হয়। এ সময় এসি মহিউদ্দিন তাঁর মোবাইল ফোনের কল লিস্ট দেখে প্রত্যেকটি নম্বরের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়। ৩০ এপ্রিল ২০১২ রাত অনুমানিক ১.৪৫ টায় ৭/৮ জন মহিলা ও পুরুষ পুলিশ সদস্য এসে তাঁকে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে কক্ষটি তালাবদ্ধ করে রাখেন।৩০ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.৪৫ টায় পুলিশ সদস্য মেহেদী হাসান সহ আরেকজন এসে তাঁকে অন্য কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর নাম ও পূর্ণ পরিচয় একটি কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ সময় তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় এবং আদালতে যেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বলতে বলা হয় যে, বিএনপ্পির নেত্রী খালেদা জিয়ার নির্দেশেই তিনি ২৯ এপ্রিল ২০১২ সচিবালয়ের গেটে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটান। পুলিশ সদস্য মেহেদী হাসান তখন ঐ কক্ষে থাকা শাহীনা নামের একজন মহিলা পুলিশ সদস্য এবং অন্য আর একজনকে তাঁর শরীরের কাপড় খুলে উলঙ্গ করতে বলেন। তখন শাহীনা তাঁর গায়ের কাপড় ধরে টানা টানি করে। ডলি পানি চাইলে মেহেদী হাসান তাঁকে প্রস্রাব দিতে বলেন। সে সময় ৪/৫ জন পুলিশ সদস্য লাঠি দিয়ে তাঁকে পেটাতে থাকে। তিনি মাটিতে পড়ে গেলে শাহিনা নামের ঐ মহিলা পুলিশ সদস্য তাঁর এক হাতের ওপর পা দিয়ে চেপে ধরে দাঁড়ায় এবং তাঁর মুখমন্ডলে বুট দিয়ে লাথি মারতে থাকে। ডলিকে যখন পেটানো হচ্ছিল তখন বারবার করে তাঁকে বোমা বিস্ফোরণের কথা আদালতে যেয়ে স্বীকার করতে বলা হয়। ডলি নির্যাতনের কারণে একপর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

আনোয়ারা বেগম (৮৫), ডলির মা

আনোয়ারা বেগম অধিকারকে জানান, ২৯ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.৩০টায় ৩৫/৪০ জনের একদল লোক তাঁদের বাড়ীতে জোর করে ঢোকে। তাদের মধ্যে কিছু লোকের গায়ে পুলিশের পোশাক এবং কিছু লোক জিন্স আর টি-শার্ট পরা ছিলো। তারা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত বাড়ীতে অবস্থান নেয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন জোর করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এ সময় তিনি তাদের মধ্যে একজনকে বারবার একটি কথা বলতে শোনেন, তা হল "স্যার সোর্স ভুল তথ্য দিয়েছে"। তারা কারা এবং কেন এসেছে এমন প্রশ্নের জবাবে তাদের একজন নিজেদের ওয়ারী থানার পুলিশ সদস্য বলে পরিচয় দেয়। এ সময় ডলি ঘরে এশার নামাজ পড়ছিলো। পুলিশ সদস্যরা তল্লাশীর নামে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করে। একজন পুলিশ সদস্য ডলিকে তাদের সঙ্গে যেতে বলে। তখন কেন ডলিকে ধরে নেয়া হবে এমন প্রশ্নের কোন জবাব পুলিশ সদস্যরা তাকে দেয়নি। পুলিশ সদস্যরা জানায়, ডলিকে ওয়ারী থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে তাঁকে ১ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়া হবে। পুলিশ সদস্যরা ডলির মাকে সঙ্গে যেতে বলে, কিন্তু ডলির মা আনোয়ারা বেগম অসুস্থ থাকায় তিনি ডলির ছেলে আরিফুল ইসলাম সৌরভকে ডলির সঙ্গে পাঠান।

আরিফুল ইসলাম সৌরভ (১৯), ডলির ছেলে

আরিফুল ইসলাম সৌরভ অধিকারকে জানান, ২৯ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় ৩৫/৪০ জন লোক তাদের বাড়ীতে এসে নিজেদের ওয়ারী থানার পুলিশ সদস্য বলে পরিচয় দেয়। রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় তার মা সহ তাকে ওয়ারী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে থানার যে কক্ষে তার মা এবং তাকে রাখা হয়েছিল সেখানে কয়েকজন পুলিশ সদস্য তার মাকে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর একজন পুলিশ সদস্য তাকে পাশের ঘরে বসতে বলে। প্রায় ৩০ মিনিট পর একজন পুলিশ সদস্য সৌরভকে বাড়ী চলে যেতে বলে। থানা থেকে আরো বলে দেয়া হয় যে, জেলা প্রশাসক (ডিসি) এর সঙ্গে দেখা করানোর পর তার মাকে ছেড়ে দেয়া হবে। সৌরভ তখন বাড়ীতে আসে এরপর তিনি ৩০ এপ্রিল ২০১২ সকাল ৭.০০ টা থেকে দুপুর ২.৩০ টা পর্যন্ত কয়েকবার ওয়ারী থানায় যোগাযোগ করেন। পুলিশ সদস্যরা প্রথমে তাকে কিছু না জানালেও পরে থানা থেকে একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে জানায়, ডলিকে মহানগর গোয়েন্দা শাখা পুলিশের কার্যালয়ে নেয়া হয়েছে। ৩০ এপ্রিল ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ টায় হারুন-অর-রশীদ নামে তার এক মামা মোবাইল ফোনে জানান যে, তার মাকে ঢাকা মূখ্য মহানগর হাকিম আদালতে (সিএমএম কোর্ট) একটি পুলিশ ভ্যানে করে আনা হয়েছে। এ খবর পেয়ে সৌরভ বিকেল আনুমানিক ৩.৪৫ টায় আদালত প্রাঙ্গনে যান এবং তার মাকে এজলাসের বেঞ্চে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শোয়ানো দেখতে পান। এই সময় সৌরভ তার মায়ের দুই হাত, মুখমন্ডল এবং কোমড়ে জখমের কালো চিহ্ন দেখতে পান।

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ, ডলির আইনজীবী

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ অধিকারকে বলেন, ২৯ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় ডলির বড় ভাই তায়েজ উদ্দিন আহম্মেদ মিঠু মোবাইল ফোনের তাঁকে জানান যে, ওয়ারী থানা পুলিশ সদস্যরা ডলিকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গেছে। ডলির সঙ্গে ডলির ছেলে সৌরভকে ওয়ারী থানায় নিয়ে যাওয়া হলেও পরে সৌরভকে বাড়ীতে ফেরত পাঠানো হয়। ৩০ এপ্রিল ২০১২ ডলিকে যে কোন সময় আদালতে হাজির করা হতে পারে এমন সম্ভবনায় এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ তাঁর দুইজন সহকারী আইনজীবী এ্যাডভোকেট আওলাদ হোসেন ও এ্যাডভোকেট শংকরি হাওলাদারকে আদালত প্রাঙ্গনের প্রবেশ পথে থাকার নির্দেশ দেন। ৩০ এপ্রিল ২০১২ বিকাল ৩.৩০ টায় তিনি এ্যাডভোকেট আওলাদ হোসেনের মাধ্যমে জানতে পারেন, ডলিকে একটি পুলিশ ভ্যানে করে ঢাকা মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে আনা হয়েছে। সেই সময় তিনি দ্রুত পুলিশ ভ্যানের কাছে যেয়ে ডলিকে মুমূর্ষু অবস্থায় ভ্যান থেকে নামাতে দেখেন। ডলি এ সময় হাঁটতে পারছিলেন না। দুইজন পুলিশ সদস্য ডলিকে ধরে ছিল। পরে ডলিকে ঢাকা মূখ্য মহানগর হাকিম শাহরিয়ার মাহমুদ আদনানের আদালত নম্বর ৩২ এর এজলাসের বেঞ্চে নিয়ে শুঁইয়ে রাখা হয়। তখন ডলির মুখমন্ডল, দুই হাতসহ কোমরের পেছনের অংশে রক্ত জমাট বাঁধা কালো চিহ্ন দেখতে পান। শুনানী চলাকালীন পুলিশ সদস্যরা কয়েকবার ডলিকে কাঠগড়ায় ওঠানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ডলি ভীষণ অসুস্থ থাকার কারণে তা করা সম্ভব হয়নি। ডলিকে এজলাসের বেঞ্চে শোয়ানো অবস্থায় শুনানী শুরু হলে শাহবাগ থানা পুলিশ সদস্যরা ডলিকে ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে আবেদন করে। কিন্তু ডলির আইনজীবী এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদের অনুরোধে ডলির শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আদালত রিমান্ডের আবেদন নামঞ্জুর করেন।

আদালত ৬ মে ২০১২ পরবর্তী শুনানীর তারিখ ঘোষণা করেন এবং ডলিকে কারা হাসপাতালের হেফাজতে রেখে সুচিকিৎসার নির্দেশ দেন। ৬ মে ২০১২ ঢাকা মূখ্য মহানগর হাকিম কেশব রায় চৌধুরীর আদালত নম্বর ২৬ এ পুনরায় শুনানী শুরু হয়। আদালত ডলিকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়ার নির্দেশ সহ দুইজন মহিলা পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। ৮ মে ২০১২ রিমান্ড স্থগিতের জন্য আদালতে পিটিশন দায়ের করা হলে আদালত জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে যাওয়ায় রিমান্ড স্থগিতের নির্দেশ দেয়নি। তবে রিমান্ডে সর্বাত্নক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেন। ১১ মে ২০১২ ডলিকে ঢাকা মূখ্য মহানগর হাকিম আব্দুল কাদেরের আদালতে আনা হয়। সে দিন শুক্রবার হওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী ডলিকে আদালতে উপস্থিত দেখিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। ১৩ মে ২০১২ বিচারক কেশব রায় চৌধুরীর আদালতে ডলির জামিনের আবেদন করা হলে আদালত তা নামঞ্জুর করেন। পুনরায় সুচিকিৎসার জন্য আবেদন করা হলে বিচারক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মোহাম্মদ আলতাফ হোসেনকে ডলির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য যে, ৩০ এপ্রিল ২০১২ আদালতের এজলাসে যখন ডলিকে হাজির করা হয় তখন কিছু সময়ের জন্য ডলির সঙ্গে তাঁর কথা বলার সুযোগ হয়। ডলিকে কারা নির্যাতন করেছে এ প্রশ্নের জবাবে ডলি জানান, নির্যাতনের সময় ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার এসি হায়াতুল ইসলামসহ আরো কয়েকজন ছিলেন।

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন, ডলির আইনজীবী এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদের সহযোগী

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন অধিকারকে বলেন, ডলিকে আদালতে আনা হতে পারে এমন সম্ভবনার ভিত্তিতে ৩০ এপ্রিল ২০১২ তাঁর সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদের নির্দেশমত সকাল থেকে আদালত প্রাঙ্গনের গেটের পাশে তিনি অবস্থান নেন। বিকাল আনুমানিক ৩.৩০ টায় যখন আদালতের প্রডাকশন [১] থাকে না এমন সময় পুলিশ সদস্যরা একটি পুলিশ ভ্যানে করে ডলিকে আদালত প্রাঙ্গনে আনেন। পুলিশের ভ্যান থেকে দুইজন মহিলা পুলিশ সদস্য ডলিকে ধরে নামাচ্ছিলেন। তখন ডলি নিজের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে না পারায় পুলিশ সদস্যরা ডলিকে দুই হাত ও দুই পা ধরে এজলাসের দিকে নিয়ে যায়। এ সময় তিনি ডলির দুই হাত, মুখমন্ডলে এবং কোমড়ে আঘাতের কালো রক্ত জমাট বাঁধা চিহ্ন দেখতে পান।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), ওয়ারী থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২৯ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় মহানগর গোয়েন্দা শাখা পুলিশের একটি দল ওয়ারী থানায় আসে। তারা ওয়ারীতে একটি অপারেশন পরিচালনার জন্য থানার সহযোগিতা চায়। তিনি তখন থানা থেকে পুলিশ সদস্যের একটি দল ডিবি পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে পাঠান। ডিবি পুলিশ সদস্যরা ওয়ারী এলাকার গোয়ালঘাট লেন থেকে ডলিকে গ্রেপ্তার করে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায়। ডলির নামে ওয়ারী থানায় কোন মামলা নেই বলে তিনি জানান।

[১] যে সময় সাধারণত আদালতে বিচারের জন্য কাউকে আনা হয় না।

এসআই হীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, শাহবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

এসআই হীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক অধিকারকে জানান, ২৯ এপ্রিল ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৪.২০ টায় সচিবালয়ের গেটে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি ঘটনাস্থলে যান এবং বোমা বিস্ফোরণের আলামত সংগ্রহ করে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে রেজিস্টারভুক্ত করেন। ২৯ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.৪৫ টায় নিজে বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় ২৮ জনের নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৪৪; তারিখঃ ২৯/০৪/২০১২। ধারাঃ ৩/৩-ক/৬ বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইন ১৯০৮। তিনি জানান, মামলাটি শাহবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) বিপ্লব কুমার শীল তদন্ত করছেন।

অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) বিপ্লব কুমার শীল, শাহবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শীল অধিকারকে জানান, ২৯ এপ্রিল ২০১২ এসআই হীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের দায়ের করা ৪৪ নম্বর মামলাটি তিনি তদন্ত শুরু করেন। তদন্তের কোন অগ্রগতি না হওয়ায় ৩ মে ২০১২ মামলাটির তদন্তভার ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়। ডিবি ইন্সপেক্টর তপন কুমার মামলাটি তদন্ত করছেন বলে তিনি জানান।

ইন্সপেক্টর তপন কুমার, মহানগর গোয়েন্দা শাখা পুলিশ, ঢাকা

ইন্সপেক্টর তপন কুমার অধিকারকে জানান, ২৯ এপ্রিল ২০১২ তারিখে শাহবাগ থানায় দায়ের করা একটি মামলা ডিবিতে হস্তান্তর করা হলে ৩ মে ২০১২ তিনি মামলার তদন্ত করার দায়িত্ব পান। মামলাটি তদন্তাধীন থাকায় তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সহকারী কমিশনার (এসি) হায়াতুল ইসলাম, মহানগর গোয়েন্দা শাখা পুলিশ, ঢাকা

এসি হায়াতুল ইসলাম অধিকারকে জানান, বিএনপির মহিলা দলের নেত্রী ডলিকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি সেখানে ছিলেন না।

অধিকারের বক্তব্যঃ অধিকার পুলিশের হাতে রাজনৈতিক কর্মীদের নির্যাতনের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে কোন প্রকারের নির্যাতন সম্পূর্ণ অবৈধ। এছাড়াও বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে ৫ অক্টোবর কনভেনশন এগেইন্টস টর্চার সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে। অধিকার রেহানা ইয়াসমিন ডলির ওপর নির্যাতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-